

আপনার অপূর্ব প্রশ্ন: যারা ঈসার কথা শোনেননি বা অন্য ধর্ম অনুসরণ করেন, তাদের ক্ষেত্রে প্রেরিত ৪:১২ কীভাবে প্রযোজ্য?

প্রেরিত ৪:১২ “অন্য কাহারও মধ্যে নাজাত নাই; কারণ যে নামে আমরাদিকে নাজাত পাইতে হইবে, মনুষ্যদের মধ্যে আকাশের নিচে সেই নাম ভিন্ন আর কোনো নাম দত্ত হয় নাই।”

উত্তর: আল্লাহ মঙ্গলময়!

- মার্ক ১০:১৮ ঈসা তাঁকে বললেন, “...একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মঙ্গলময় নয়।”

প্রিয় বন্ধু, আপনার প্রশ্নটি নিম্নলিখিত মিথ্যা ভিত্তির উপর নির্মিত: কিছু লোক শোনেননি।

সত্য: সকল লোকই সৃষ্টির কাছে আল্লাহর আশ্রয়-প্রকাশের কথা “শুনেছেন”!

আল্লাহর কালাম আমাদের বলে যে আল্লাহ নিজেকে সকল মানুষের কাছে, সর্বত্র, প্রতিটি প্রজন্মে প্রকাশ করেছেন। এইভাবে, সকল মানুষই তাঁর উপর ঈমান স্থাপন করা বা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য সার্বভৌম ধার্মিক সৃষ্টিকর্তা এবং বিচারক আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য, কারণ সকলেই “তাঁকে শুনেছেন।”

কিতাবুল মোকাদ্দাস আমাদের বলে যে আল্লাহ নিজেকে প্রতিটি মানুষের কাছে সৃষ্টির মাধ্যমে, বিবেক বা চেতনার মাধ্যমে এবং প্রকৃত সাক্ষীদের দ্বারা প্রদত্ত তাঁর লিখিত ও কথিত কালামের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

- রোমীয় ১:১৮-২০ কারণ অধার্মিকতা দ্বারা সত্যকে দমন করে এমন সমস্ত মানুষের সমস্ত অধার্মিকতা ও অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে আল্লাহর ক্রোধ বেহেস্ত থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, কারণ আল্লাহর যা জানা যেতে পারে, তা তাদের মধ্যে প্রকাশিত; আল্লাহই তা তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। কেননা জগতের সৃষ্টির সময় থেকে তাঁর অদৃশ্য গুণাবলী, অর্থাৎ তাঁর অনন্তকালীন ক্ষমতা ও আল্লাহত্ব, সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমে স্পষ্টরূপে বোঝা যায়, যাতে তাদের কোনো অজুহাত না থাকে।
- হেদায়েতকারী ৩:১১ তিনি সমস্ত কিছুকে তার সময়মতো সুন্দর করেছেন। তিনি মানুষের হৃদয়ে অনন্তকালও গেঁথে দিয়েছেন, তবুও কেউ আল্লাহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কাজ করেন, তা বুঝতে পারে না।

আল্লাহর অনুপ্রাণিত লিখিত দলিল, কিতাবুল মোকাদ্দাস থেকে উপরের কথাগুলো দিয়ে আমরা তাঁর বেহেস্তীয় গৃহে পিতা আল্লাহর সাথে একটি অনন্তকালীন সম্পর্ক থাকার বিষয়ে ঈসার স্পষ্ট ঘোষণার মুখোমুখি হই:

- ইউহোন্না ১৪:৬ ঈসা তাঁকে বললেন, “আমিই পথ, সত্য ও জীবন; আমার মাধ্যমে না গেলে কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না।”

অবশ্যই, তাঁর নিজের সম্পর্কে ঈসা মসিহ যা কিছু ঘোষণা করেছেন, সে সবার সাথেই একমত হওয়া সবচেয়ে ভালো। একেই ঈমান বলে।

আমরা ঈমান আনি যে আল্লাহর কথিত / লিখিত কালাম সত্য, তা আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি বা না পারি। আমরা ঈমান আনি যে আল্লাহর কালাম অদ্রান্ত ও সত্য, যদিও আমরা সেই কালামগুলির চূড়ান্ত পরম বর্তমান বা ভবিষ্যতের ফল দেখতে না পাই।

সৃষ্টির উন্মূলগ্ন থেকে আল্লাহর নাজাত, মুক্তি ও পুনর্মিলন পরিকল্পনা:

পয়দায়েশ ৩:১৫ “আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাষর্নি চূর্ণ করিবে।” এটিই পাপী নারী-পুরুষকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহর নাজাত ও পুনর্মিলনের পরিকল্পনার প্রথম প্রকাশ:

সেই একই অভিজ্ঞতায় আদম ও হাওয়ার সাথে আল্লাহ গুনাহের ক্ষমার জন্য একটি “রক্তের বলিদানের” প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলেন।

- পয়দায়েশ ৩:২১ আর মাবুদ আল্লাহ আদম ও তাঁহার স্ত্রীর জন্য চর্শ্বের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে পরিধান করাইলেন।

সেই মুহূর্ত থেকে, সকল লোকই ব্যক্তিগতভাবে পরিত্রাতা / বলিদানের মাধ্যমে মৃত্যু দানের উপর ঈমান এবং ভরসা রাখার জন্য দায়ী, যা গুনাহের ক্ষমা প্রদান করবে।

আদম + হবার পাপ ও বিদ্রোহকে সাময়িকভাবে আবৃত করার জন্য এই নিষ্পাপ পশুর মৃত্যুর পর থেকে, সকল লোকই বিবেক, সৃষ্টি এবং পরিত্রাতার বিষয়ে আল্লাহর কালামের শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে যা কিছু প্রকাশ করেছেন, তা ঈমান করার জন্য ন্যায়সঙ্গত ও ধার্মিকতার সাথে জবাবদিহি করতে বাধ্য।

এই নিষ্পাপ পশুর মৃত্যু এবং তার রক্তপাত আরও বৃহত্তর সার্বভৌম লেনদেনের পূর্বাভাস দিয়েছিল, যেখানে নির্দোষ জন [ঈসা] দোষীদের [আপনি + আমি] জন্য মরবেন, যাতে দোষীরা ক্ষমা পেতে পারে, পবিত্র আল্লাহর সাথে পুনরায় মিলিত হতে পারে এবং তাঁর অনন্তকালীন পরিবারের অংশ হিসাবে বেহেস্তে তাঁর সাথে চিরকাল বসবাস করতে পারে।

সুতরাং, এমন কখনোই কেউ থাকবে না, যে পবিত্র, ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক বিচারক আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে সত্যভাবে ঘোষণা করতে পারবে: "আপনি কখনই নিজের সম্পর্কে আমার কাছে প্রকাশ করেননি। আমি কীভাবে জানতাম যে আমি আপনাকে প্রত্যাখ্যান করেছি বা উপেক্ষা করেছি?"

বাস্তবে, বিষয়টি এমন নয় যে কিছু লোক আল্লাহ সম্পর্কে শোনেনি। বরং, সমস্যা হলো যে তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অনেক লোকই আল্লাহর আত্ম-প্রকাশের যা কিছু শুনেছে এবং দেখেছে, তা প্রত্যাখ্যান করবে।

- দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৯ "কিন্তু তুমি যদি সেখান থেকে তোমার আল্লাহ মাবুদের অন্বেষণ কর, তবে তুমি তাঁকে পাবে, যদি তোমার সমস্ত হৃদয় ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁকে খোঁজ।"

এই সত্য মানবজাতিকে কী নিশ্চয়তা দেয়? যে কেউ সত্যিকারের মন দিয়ে আল্লাহকে খুঁজে বেড়ায়, সে তাঁকে খুঁজে পাবে। যদি কোনো ব্যক্তি সত্যিই আল্লাহকে জানতে চায়, তবে আল্লাহ নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করবেন।

আল্লাহর এমন কাউকে নরকে পাঠানোর সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই, যে কখনও মসিহের সুসমাচার শোনার সুযোগ পায়নি, আবার বলছি, কারণ সকলেই শুনেছে।

তাহলে কেন কিছু লোক আল্লাহর আত্ম-প্রকাশকে প্রত্যাখ্যান করে?

সব মানুষই "স্বাধীন ইচ্ছা" নামক এক অঈমান্য উপহার নিয়ে জন্মায়। আল্লাহর আত্ম-প্রকাশ, তাঁর কাছে আমাদের গুনাহের ক্ষমা ও পুনর্মিলনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র বিধান [ঈসা] সহ, তা গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করা প্রতিটি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

বেশিরভাগ লোক, কোনো প্রকার জবরদস্তি ছাড়াই, স্বেচ্ছায় আল্লাহর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে প্রাপ্ত স্তরান প্রত্যাখ্যান করে। এর মাধ্যমে, তারা আল্লাহ এবং চিরকালের জন্য সব ভালো কিছু থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য নিজেদের দণ্ডকে নিশ্চিত করে!

মন্তব্য:

মানব মনে এমন অনেক, অনেক প্রশ্ন আসে, যার উত্তর আমাদের সীমিত কার্ণামো ও ক্ষমতা দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। বেশিরভাগ সত্যই অনন্ত সত্য, তাই সেগুলি রহস্যের একটি স্তরে আবৃত থাকে, যা ঈমান করার জন্য ঈমানের প্রয়োজন। আমরা সীমিত জীব এবং প্রধানত বর্তমানের শারীরিক বাস্তবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি যখন আমরা আমাদের শারীরিক ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে তথ্য বোঝার এবং প্রক্রিয়া করার চেষ্টা করি।

আল্লাহ রুহ এবং তিনি আমাদের মতো মানুষের মতো শারীরিক বাস্তবতার দ্বারা সীমাবদ্ধ নন।

আল্লাহ অনন্ত এবং অনন্ত ও সীমাহীন গুণাবলীর অধিকারী। আল্লাহ নিজের সম্পর্কে আমাদের যা কিছু জানতে দিতে চেয়েছেন, তা বোঝার জন্য, আমাদের অবশ্যই নিম্নলিখিত অটল সত্যের উপর সমস্ত জ্ঞান তৈরি করতে হবে: আল্লাহ মঙ্গলময়।

আল্লাহ যা কিছু করেন, তা সর্বদা নিখুঁত। আল্লাহ যা করেন, তা এর চেয়ে ভালো আর কিছু করা সম্ভব নয়। আল্লাহ যা কিছু করবেন, তা তাঁর নিখুঁত ইচ্ছা সম্পন্ন করার জন্য তাঁর সমস্ত গুণাবলীকে নিখুঁত মিলনে কাজ করার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে এবং তাঁর প্রতিটি নিখুঁত গুণাবলীর মধ্যে কোনো সংঘাত থাকবে না।

উপরের সত্যের কোনো ব্যতিক্রম নেই!

আল্লাহর মন ও ইচ্ছা থেকে প্রতিটি কাজ [অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যত] পুরোপুরি নির্মিত, তাঁর সমস্ত নিখুঁত গুণাবলী যেমন ন্যায়বিচার, করুণা, অনুগ্রহ, প্রেম, ধৈর্য, মঙ্গলময়তা ইত্যাদি ব্যবহার করে, যা একই সাথে কাজ করে এবং সর্বদা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হবে।

সংযুক্ত নিবন্ধ, *The Destiny of our Forefathers* (আমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়তি), আপনার মহান প্রশ্নের জন্য আরেকটি সহায়ক সম্পদ হতে পারে। <https://wasitforme.com/destiny-of-our-forefathers/>

আল্লাহ এবং তাঁর মানব সৃষ্টির প্রতি তাঁর নিখুঁত প্রেম সম্পর্কে উপরের সত্যগুলি গ্রহণ করার পরে, যে একমাত্র প্রশ্নটি অবশিষ্ট থাকে তা হল: আপনি কি ঈসা মসিহকে ঈমান করেন? আপনি কি আপনার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে, আপনার সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যা তাঁর প্রাপ্য, তা ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে এসেছেন?

যদি আপনি আপনার জীবন সম্পূর্ণরূপে ঈসার কাছে সমর্পণ করে থাকেন, তবে পবিত্র রুহ আপনার প্রশ্ন[গুলি] গ্রহণ করবেন এবং আপনার নিজের হৃদয়ে নিম্নলিখিত অটল, অটুট সত্যের সাক্ষ্য দেবেন: আল্লাহ তাঁর সকল পথে নিখুঁত এবং নিখুঁত মঙ্গলময়তার মাধ্যমে ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে কাজ করতে পারেন না!

উপরের ভিত্তি নিয়ে, এই উত্তরের মধ্যে থাকা সত্যগুলি আনন্দের একটি অঈমান্য শক্তিশালী উতস হয়ে উঠবে, যখন আপনি কেবল অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন: "ঈসা তোমাকে ভালোবাসেন, আমি এটা জানি, কারণ কিতাবুল মোকাদ্দাস আমাকে তাই বলে।"

আমরা আপনার কাছে এই উত্তর সংকলন এবং পাঠানোর সময় প্রার্থনা করেছি। যদি এটি আপনাকে সাহায্য করে থাকে এবং আপনি সত্যিই মসিহ-প্রেমিক এবং অনুসারী হয়ে থাকেন, তবে আপনার এই পছন্দের কথা শুনে আমরা খুব খুশি হব।

আমরা আপনাকে বেহেস্তে দেখার জন্য উন্মুখ, যখন আমাদের জীবদ্দশায় পৃথিবীতে যা কিছু বোঝা কঠিন ছিল, সে সব নিখুঁতভাবে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আপনাদের সকলের প্রতি আমাদের ভালোবাসা,

মসিহে - জন + ফিলিস + বন্ধুরা @WasItForMe.com

"আমি ঈমান আনি!"<https://vimeo.com/943289655>